بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহতাআলার সম্মুখে নত হও। নফল নামাজ পড়ো, সাদকা দাও, রোজা রাখো, দোয়া ব্যতীত এবং আল্লাহতাআলার কৃপাবলীকে উচ্ছোসিত বা উদ্বেলিত করা ব্যতীত আমাদের জন্য ভিন্ন কোন পথ নেই।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন - হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর বিভিন্ন খুতবাসমূহে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দ্বারা বর্ণিত কিছু শিক্ষামূলক উপদেশ ও গল্পের উল্লেখ করেন তা আমি বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপন করে এসেছি আজও তা অব্যাহত রাখবো।

একটি খুতবাতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এই বিষয়ে বর্ণনা করেন যে,- আল্লাহতাআলা যখন নিজের পক্ষ হতে কাউকে দন্ডায়মান করেন অথবা অবতার বা নবী প্রেরণ করেন তখন তাঁদের সমর্থন ও সাহায্যও করে থাকেন এবং তাঁদের সত্যতা প্রকাশের নিমিত্তে পৃথিবীর বহুল জনসংখ্যাকে তাদের মন্দ কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করতে চাইলেও তা দিতে পরওয়া বা ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং শাস্তি দিয়ে দেন। এর প্রেক্ষাপটে একটি গল্প যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- শৈশবে আমাদের গল্প শোনার বড়ই আগ্রহ ছিল আর আমরা যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে বলতাম তখন তিনি আমাদেরকে এমন সব গল্প শোনাতেন যা শুনে শিক্ষা অর্জন হোত। একবার তিনি আমাদের গল্প শোনালেন যে হযরত নূহ (আঃ) এর যুগে এ কারণে তুফান এসেছিল ঐ সময়ের মানুষেরা বড়ই নোংরা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তারা যতই পাপ কর্মে এগিয়ে যেত ততই তারা খোদাতাআলার দৃষ্টিতে নিপতিত হতে থাকলো। অবশেষে এক পাহাড়ের শীর্ষে এক বৃক্ষ ছিল সেখানে একটি পাখির বাসায় একটি পাখির ছানা ছিল। সেই ছানার মা কোথাও গেল কিন্তু ফিরে আসতে পারলো না। হয়তো বা মারা গেল আর কারণ দাঁড়াল ফিরে আসতে পারেনি। সেই পাখির বাচ্চাটির পিপাসা লাগলো এবং তৃষ্ণার্ত ছটফট করতে লাগলো ও নিজের ঠোঁট খুলতে থাকলো। তখন খোদাতাআলা এটি দেখে তাঁর ফিরিস্তাদের আদেশ দিলেন যে যাও এবং পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করো এবং এত বর্ষণ করো যেন ঐ পাহাড়ের শীর্ষে যে বৃক্ষটি আছে তার বাসা পর্যন্ত পৌঁছে যায় যাতে পাখির ছানাটি জল পান করতে পারে। ফিরিস্তারা বলল,- হে খোদা! সেই পর্যন্ত পানি পৌঁছালে তো সমস্ত পৃথিবী নিমজ্জিত হয়ে যাবে। খোদাতাআলা উত্তর দিলেন যে, কোনও পরওয়া নেই বা আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। এই সময় জগতের মানুষের আমার নিকট এতটুকুও মূল্য নেই যতটা সেই পাখির বাচ্চাটির আমার নিকট মূল্য আছে।

সুতরাং যদিও এটি গল্প তবু এই গল্পে যে শিক্ষণীয় বিষয়টি নিহিত আছে সেটি হোল সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বিহীন জগতের সম্পূর্ণটাই একত্রিত হলেও খোদাতাআলার নিকটে একটি ক্ষুদ্র পাখির বাচ্চার ন্যায়ও মূল্য রাখে না। সুতরাং আজ এই গল্প হতে আমরা এই শিক্ষা অর্জন করি যে সততার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আত্মবিশ্লেষণ করা উচিৎ যে আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে এজন্য মান্য করেছি যে আমরা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেব। নিজের অন্তর্নিহিত মন্দকে দূরিভূত করবো এবং পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবো কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের অবস্থার মধ্যে যদি উন্নতির স্থলে অধঃপতন ঘটছে, আমাদের অবস্থা নীচে নেমে চলেছে তবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হতে দূরে সরে যাচ্ছি। তবে আল্লাহতাআলাও আমাদের কোনও ভ্রুক্ষেপ করেন না।

হুযূর অনোয়ার (আইঃ) পৃথিবীর অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে,- এই ভূমিকম্প, এই তুফান, এই দাঙ্গা-কলহ, সীমাহীণ বৃষ্টি যা সর্বত্র ধ্বংস ডেকে এনেছে এটি এজন্য যে পৃথিবীতে সীমাহীণ পাপ সম্পাদিত হচ্ছে, এবং এটি তো সতর্ক মাত্র যা আল্লাহতাআলার পক্ষ হতে দেওয়া হচ্ছে। তাই এ দিক থেকেও আহমদীদের বিরাট বড় দায়িত্ব যে পৃথিবীকে সাবধান করা এবং বলা হোক যে যদি নিজের সংশোধনের দিকে দৃষ্টিপাত না করো তবে আল্লাহতাআলা পৃথিবীতে বিরাট ধরনের ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ আনতে পারেন। আল্লাহ করুন যে জগতের বুদ্ধি ফিরে আসুক।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে,- পৃথিবীতে নিজের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের কথা হয়ে থাকে তা নিতে অপরের যতই

ক্ষতিসাধন হোক না কেন। ইসলামের আদেশ এটিই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অধিকার লাভের ও তার উপর জোর দেওয়ার স্থানে অপরের অধিকার দানের ও তার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। এই বিষয়ে হুযূর (আইঃ) আঁ হযরত (সাঃ) এর সাহাবার একটি ঈমানউদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন। জাপানের সাম্প্রতিক যাত্রায় এক খ্রষ্টান পাদ্রী যিনি বড়ই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আমাকে তিনি প্রশ্ন করেন যে, শান্তির সংজ্ঞা কি এবং এটি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তিনি বলেন যে আমার এখনও পর্যন্ত কোথাও হতে সন্তুষ্টিজনক উত্তর লাভ হয়নি যে শান্তির সংজ্ঞা কি। আমি তাঁকে এটি বললাম যা আমি পূর্বেও বলেছি যে,- ইসলাম বলে যে, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো তাই তুমি অন্যের জন্যও পছন্দ কোর। যখন এরূপ করবে তখন একে অপরের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এবং যখন অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে তখন শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে একে অপরের জন্য তখন তোমরা নিরাপত্তাও প্রদান করতে থাকবে। তিনি বলেন যে, এই সংজ্ঞা আমার হৃদয়কে বড়ই প্রভাবিত করেছে এটি প্রথম শুনলাম।

হুযূর (আইঃ) বলেন যে,- অতএব আজ ইসলামই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত পথ প্রদর্শনে সক্ষম কিন্তু এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ব্যতীত আমরা পৃথিবীকে বিশ্বস্ত করতে পারবো না। অবৈধ অধিকার অর্জনের প্রশ্ন তো আসেই না যদি না আমরা বৈধ অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত হয়ে যাই তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। হুযূর (আইঃ) হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসেন (রাঃ) একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বলেন যে,- একবার দুজনের মাঝে কোন কারণে বিবাদ হয়। কিন্তু যদিও ইমাম হুসেনের ত্রুটি ছিল তবুও ইমাম হাসান তাঁর পূর্বে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং এটির কারণ হিসাবে বলেন যে, রসূল করীম (সাঃ) একবার বলেন যে যখন দুই ব্যক্তি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন তাদের মাঝে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মীমাংসা করে সে জান্নাতে অন্যের তুলনায় পাঁচশত বর্ষ পূর্বে প্রবেশ করতে পারবে। তাই আমার হৃদয়ে এর উদ্রেক হোল যে গতকাল আমি হুসেন হতে ভাল-মন্দ শুনেছি এবং তিনি আমার উপর কঠোরতা প্রদর্শন করেন। এবার যদি হুসেন ক্ষমা চাইতে আমার পূর্বে আমার নিকটে পৌঁছে যান এবং তিনি যদি মীমাংসা করে নেন তবে আমি তো দুই লোক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো যে এখানেও আমার উপর কঠোরতা হয়েছে আবার পরলোকেও আমি পশ্চাৎবর্তী থেকে যাবো তাই আমি এটি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার উপর যে কঠোরতা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে এবার আমি তাঁর পূর্বে ক্ষমা চেয়ে নেব যাতে এর প্রতিদানে আমায় জান্নাত পাঁচশত বর্ষ পূর্বে লাভ হয়ে যাবে। অতএব এই সেই চিন্তাধারা যা আমাদের নিজেদের উপর প্রয়োগ করা উচিৎ।

আরেকটি আকর্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করার পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই দৃষ্টান্ত এজন্য দিতেন যে পৃথিবীর ঝগড়া-বিবাদ অর্থহীণ হয়ে থাকে। আমার কি আর তোমার কি দাসের তো কিছুই হয় না। সে তো যখন নিজেকে আব্দুল্লাহ বলে পরিচয় দেয় তবে তার অর্থ এটিই দাঁড়ায় যে এবার তার কিছুই রইল না।

তিনি বলেনঃ আমরা যে নবুয়তের যুগ হতে ক্রমশঃ বহু দুরে চলে যাচ্ছি এবং পরবর্তীতে অধিক দূরে চলে যেতে থাকবো আমাদের এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিৎ পূর্বেও আমি মনোযোগ আকর্ষণ করেছি এ বিষয়ে যে, আমাদের প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদেরকে পুর্বের চাইতে অধিক এই কথাটি অনুধাবন করা দরকার যে আমরা কিভাবে আব্দুল্লাহ হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো এবং নিজস্ব জেদ ও অহংকারকে পরিত্যাগ করবো ও আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করবো।

হুযূর আনোয়ার বলেন যে,- এই বছরটি নিবার্চন ইত্যাদির বছর, জামাতী ব্যবস্থাপনায়ও এ বছর নির্বাচনাদি হবে এই হিসাবেও নিজস্ব চিন্তাধারাকে প্রত্যেকের ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন যে, দোয়ার পর প্রত্যেকটি সম্পর্ককে প্রতিটি আত্মীয়তাকে বিস্মৃত হয়ে নিজের যে অধিকারটি আছে তার সদ্ব্যবহার করে নিজের রায় দিন এবং এরপর যে সিদ্ধান্ত বা বিচার হয় সেটিকে গ্রহণ করে নাও। প্রত্যেকে সম্পূর্ণভাবে নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে গিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত দান করুন। অঙ্গ সংগঠণগুলিতে এরূপ প্রশ্ন উঠতে থাকে যে কেন অমুককে বানানো হয়েছে আর অমুককে কেন বানানো হোল না। সেই ব্যক্তিটি তো এমন আর এই ব্যক্তিটি তেমন। তাই আমাদের এরূপ অশ্লীলতা হতে বাঁচা উচিৎ এবং যাকেও পদাধিকারী বানানো হোক নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য, যাইহোক যতদিনের জন্যও বানানো হোক তার সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিৎ।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) সৈয়দনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর প্রেক্ষাপটে বলেন যে,- মোমিনের উচিৎ যে দৃঢ়সংকল্পের সহিত সচেষ্ট হয়ে তাকে গন্তব্য অবধি পৌঁছানো এবং পরনির্ভরশীল না হয়ে উচিৎ যে উচ্চ পদাধিকারীদের তারা কেবল নিজেদের অধিনস্তদের উপর নির্ভরশীল না হয় বরং স্বয়ংও সরাসরি প্রত্যেকটি কর্মে তত্ত্বাবধান করেন এবং জড়িত হওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। তবেই কাজ সঠিক পদ্ধতিতে গন্তব্য অবধি পৌছাঁতে পারবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- যদি আমাদের জামাত না চায় তবে কিছুই সম্ভবপর নয় কিন্তু যদি চায় তবে বিরাট বিরাট কঠিন কাজও

মুহূর্তে করে ফেলতে পারে। সুতরাং এরূপ চিন্তাধারা আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের হওয়া উচিৎ যে আমরা কেবল চাহিদা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবো না বরং চাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের সমস্ত প্রকার ক্ষমতার সহিত এই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে আল্লাহতাআলার সাহায্য যাচঞা করতে হবে। বিশেষ করে সেই বিষয়টি যখন আমি দেখি যখন নামাজের উপর প্রশ্ন উঠে লোকেরা আমার নিকট আসে আর বলে আমাদের জন্য দোয়া করুন আমরা চাই যে নামাজের ক্ষেত্রে নিয়মনিষ্ঠা হই কিন্তু হতে পারি না। অন্যান্য কাজগুলি যখন চাই তখন করতে পারি কিন্তু নামাজকে নিয়মিতভাবে পড়তে চাইলে তা পেরে উঠি না, কিন্তু যেহেতু পূর্ণ হৃদ্যতার সহিত বা আন্তরিকতার সহিত চাই না, নিজের সমস্ত প্রকার ক্ষমতার প্রয়োগ বা পরিশ্রম তাতে করি না, আল্লাহতাআলার নিকট সাহায্য চাই না, তাই নামাজের অভ্যাস গঠনও হয় না। এমন ব্যক্তিদের চাওয়া প্রকৃপক্ষে না চাওয়ার নামান্তর হয়ে থাকে। এটি হতেই পারে না যে, মানুষ চায় আর কাজটি না হয়। নামাজ তাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটি সাধারণ গৌণ জিনিস হয়ে থাকে। পার্থিব কর্মসকলকে তারা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যা একটি ভ্রান্ত পদ্ধতি এজন্য তা কার্যকরী হতে পারে না। এটি কিভাবে সম্ভব যে মানুষ কোন কিছু চায় ও দৃঢ় সংকল্পের সহিত চায় এবং তা করার একটি নির্ধারিত নিয়ম পালন করে আর তা না হয়। অতএব এটি তাদের নিজস্ব ঔদাসিন্য বই কিছু নয় এবং এটি অ-আরাধ্যতা যার অকারণে চাহিদার নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট আমরা শুনেছি যে, যখন কোন বাদশাহ বা ধনবান ব্যক্তি কোন স্থানে যায় তখন তার আজ্ঞাবাহকরাও সাথে যায়। তাকে ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না, যারা তার সাথে থাকে। আজকালও এই দৃশ্য দেখা যায় সচরাচর যে কোন মন্ত্রী যখন আসে তার যারা প্রোটোকল অফিসারগণ থাকেন বা তার দেহরক্ষীরা সবাই একসাথে যায় তাদের কোনও অনুমতির প্রয়োজন হয় না যে তারাও সাথে যাবেন। তিনি বলেন যে, তোমার অবস্থা কতই তুচ্ছ হোক না কেন যদি তুমি ফিরিস্তাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে নাও তবে তারা যেখানে যাবে তুমিও তাদের সাথে যাবে। আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন হলে তাঁর ফিরিস্তাদের সহিতও সম্পর্ক স্থাপিত হবে, তুমি তাদের আজ্ঞাবাহক ও অধিনস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যদি তাঁরা মানুষের মন ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে তো তুমিও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। সুতরাং তিনি বলেন যে,- তুমি সেই মহানশক্তিকে বোঝার চেষ্টা করো যাকে খোদাতাআলা তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন তা তোমার আধ্যাত্মিকক্ষমতার সহিত ওতোপ্রতভাবে জড়িত আছে তুমি এটিকে দৃঢ় করতে ফিরিস্তাদের সাথে অধিক হতে অধিকতর সম্পর্ক স্থাপনে লেগে যাও যাতে তুমি মানুষের হৃদয় অবধি পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারো, যদি তুমি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়ে যাও তবে সমস্ত আবরণ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং যেখানে খোদাতাআলার জ্যোতি পৌঁছাবে তুমিও সেখানে পৌঁছে যাবে।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে,- অতএব এই মৌলিক নীতিকে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ যে যখন এক স্থানে একত্রিত হও সে জলসা হোক বা ইজতেমা হোক যখন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সমবেত হও তবে সেই লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে এবং নিজেদের মজলিসকে কেবল বাহ্যিকভাবে আধ্যাত্মিক মজলিস বানিও না বরং এমনটি বানাও যাতে আধ্যাত্মিক প্রভাব চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এরূপে ফিরিস্তারাও আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যাবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- কিছু সাহাবা বলেন যে, যখন রসূল করীম (সাঃ)কে দোয়া করতে দেখি আমাদের এটি মনে হোত যে যেন একটি হাঁড়ির মধ্যে দ্রুত গতিতে জল ফুটছে। সুতরাং নিজের আত্মাকে সংশোধনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করো এবং নিষ্ঠা ও পবিত্রতা সৃষ্টি করো।

অতএব এটি মনে কোর না যে আমরা পুণ্য কর্মে লিপ্ত আছি, এটিও মনে কোর না যে আমরা পুণ্য উদ্দেশ্য পোষণ করি যতই পুণ্য কর্ম মানুষ করুক না কেন তা হতে মন্দও জন্ম নিতে পারে এবং মানুষ যতই শুভ লক্ষ্য রাখুক না কেন সেটি তার বিশ্বাসকে বা ঈমানকে বিকৃত করতে পারে কারণ ঈমান আমাদের কর্মের ফলে আসে না বরং আল্লাহতাআলার দয়া বা করূণার ফলে আসে এটিই মূল জিনিস যা স্মরণ রাখা উচিৎ। আমাদের পুণ্যকর্ম যতই হোক না কেন আল্লাহতাআলার দয়া বা করূণা না হলে তাঁর কৃপা নাই তো ঈমান সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই তুমি আল্লাহতাআলার কৃপা বা দয়ার উপর দৃষ্টি রাখো এবং তোমার দৃষ্টি সর্বদা তাঁর হস্তের দিকে যেন ওঠে কারণ সেই প্রশ্নকারী যে এটি মনে করে যে আল্লাহতাআলার দ্বার হতে উঠার পর আমার জন্য অন্য কোনও দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে না সে আল্লাহতাআলার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে নেয়। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহতাআলার দিকেই ওঠা উচিৎ। তাই অনবরত মনোযোগদান ও এস্তেগফার এবং আল্লাহতাআলার কৃপাকে চাওয়া তাঁর দয়া ভিক্ষা করা এবং তা শোষণ করার চেষ্টাই সেই বিষয় যা শুভ পরিণাম বা গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক স্থানে এক আহমদীয়াতের শত্রুভাবাপন্ন ব্যাক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, যার মধ্যে বড় বড় বুলি আওড়ানোর অভ্যাস ছিল তাঁর (আঃ)এর সম্মুখে যে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা আহমদীয়াতকে

চূর্ণবিচূর্ণ করে দেব। তিনি বলেন যে,- আমিও তাকে এমনটি উত্তর দিতে পারতাম যে তুমি চূর্ণ করে দেখাও কিন্তু আমি তাকে বললাম যে, কাউকে নিশ্চিহ্ন করা বা নিশ্চিহ্ন না করা অথবা তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এটি খোদাতাআলার অধীনে আছে যদি তিনি নিশ্চিহ্ন করতে চান অর্থাৎ আল্লাহতাআলা যদি নিশ্চিহ্ন করতে চান তবে তোমাদের কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই তিনি স্বয়ংই তা করবেন কিন্তু যদি তিনি এটিকে চিরস্থায়ী করতে চান তবে কেউ কিছুই করতে পারে না এবং নিষ্ঠা বা তাক্বওয়াই আছে যা মানুষকে এরূপ দাবি করা হতে বিরত রাখে যে আমি এটি করবো আর সেটি করবো। আল্লাহতাআলা বলেন যে,- كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ অর্থাৎ আমরা আবশ্যকীয় করেছি যে আমরা ও আমাদের রসূল বিজয়ী হবো।

খোদাতাআলার দাবির উপর আমাদের এত বেশী আস্থা আছে যতটা নিজেদের প্রাণের উপরও নেই। সুতরাং আহমদীয়াত তো জয়যুক্ত হবেই সে আমাদের জীবদ্দশায় আসুক বা পরবর্তীতে আসুক কিন্তু আমাদেরকে এই জয়ের অংশীদার হতে হলে তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনেক প্রয়োজন আছে।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যেঃ- কয়েক বৎসর হয়েছে আমি বলেছিলাম যে, জামাতের সদস্যদের রোজা রাখা প্রয়োজন এবং জামাতে এখনও এমন অনেকে আছে যারা এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি বলেন,- অন্তত:পক্ষে এবার সাপ্তাহিক চল্লিশটি রোজা রাখুন অর্থ্যাৎ চল্লিশ সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষ ভাবে। এবং দোয়াও করুন ও নফল নামাজ পড়ুন, সাদকা দান করুন কারণ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কোনও কোনও জামাতে তাদের মাঝে প্রচুর কঠোরতা ও তীব্রতা সৃষ্টি হয়েছে। যখন আমরা আল্লাহতাআলার সম্মুখে আহাজারি করবো যেভাবে বাচ্চার ক্রন্দনে মায়ের বক্ষে দুগ্ধ নেমে আসে আকাশ হতে আমাদের প্রভুর সাহায্য ইনশাআল্লাহতাআলা নাজেল হবে এবং সেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি ও সংকট যা আমাদের পথে দন্ডায়মান তা দূরীভূত হয়ে যাবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- কিছু সংকট এমনও আছে যা দূরীভূত করা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমরা শত্রুর কটুক্তিকে বন্ধ করতে পারবো না এবং তাদের কলমকে আমরা রদ করতে পারবো না তাদের উক্তি ও কলম দ্বারা সেই সব নির্গত হয় যা শোনা ও পড়ার আমাদের শক্তি নেই।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যেঃ পাকিস্তানে তো আহমদীদের বিরুদ্ধে আইন-কানুনও বানিয়েছে আর কানুন বিরোধীদের সাহায্য করে এবং বিরুদ্ধবাদীরা যা চায় তাই করে। যা মুখে আসে তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বিরুদ্ধে কটূক্তি ও অপলাপ করতে থাকে। আহমদীদেরকে নির্যাতন ও অত্যাচারের নিশানা বানানো হয়। আদালতও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে শাস্তি দানে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই এজন্য আমাদেরকে খোদাতাআলার সম্মুখে পূর্ব হতে অধিক মাত্রায় ফরিয়াদ করতে হবে। বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এদিকে পূর্ব হতে অধিক মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহতাআলার সম্মুখে নত হও। নফল নামাজ পাঠ কর সাদকা দান ও রোজা রাখুন। দোয়া ব্যতীত এবং আল্লাহতাআলার দয়াকে উদ্বেলিত করা ছাড়া আমাদের জন্য ভিন্ন কোন পথ নেই। আল্লাহতাআলা বিশেষ করে সেই আহমদীগণকে যেখানে এরূপ অত্যাচার হচ্ছে যে সমস্ত দেশগুলিতে হচ্ছে বা যে সমস্ত স্থানে হচ্ছে এমন দোয়ার সৌভাগ্য দান করুন যারা আল্লাহতাআলার সিংহাসনকে ঝাঁকাতে পারে এবং সাধারণত সমগ্র পৃথিবীর জামাতের উন্নতি এবং অত্যাচার নিপীড়ণ হতে রক্ষা পেতে পারে তাই দোয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে আল্লাহতাআলা তার সৌভাগ্য দান করুন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 12th February, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA